শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ^বিদ্যালয়ে (শাবি) ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রক্টরসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন।

গতকাল রবিবার বেলা ৩টায় জুনিয়র-সিনিয়রের বাগ্বিত-ার একপর্যায়ে সংঘর্ষে রূপ নেয় সাখাওয়াত হোসেন ও মুশফিকুর রহমান ভূইয়া জিয়ার অনুসারীদের মধ্যে।

জানা যায়, বেলা ৩টার দিকে ছাত্রলীগ নেতা সাখাওয়াত ও জিয়ার অনুসারীদের মধ্যে বাগ্বিত-ার পর হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে উভয় গ্রুপের কর্মীরা। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চত্বরে জিয়া গ্রুপের কর্মী সোহেল রানাকে মারধর করে সাখাওয়াতের অনুসারীরা। পরে উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকবার ধাওয়া পাল্টাধাওয়া হয়।

এ সময় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আবাসিক হলগুলোতে। বিকাল সাড়ে ৪টায় শাহপরান হলের সামনে জিয়া গ্রুপের কর্মীরা সাখাওয়াতের অনুসারী আবদুল বারী সজিব ও মাহবুবুর রহমানকে মারধর করে। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ইট-পাটকেল ছোড়াছুড়িতে ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর জাহিদ হাসান, সহকারী প্রক্টর আবু হেনা পহিল ও আইপিই বিভাগের শিক্ষক মাহাথির মোহাম্মদ বাপ্পী আঘাতপ্রাপ্ত হন। বর্তমানে সাখাওয়াত গ্রুপের আবদুল বারী সজিব ও রেজাউল করিম তানভীর এবং জিয়া গ্রুপের সোহেল রানা, সাব্বির ও মামুন শাহ সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংস্কৃতিকবিষয়ক সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন বলেন, র‌্যাগিংয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষ। এতে আমার সাতজন কর্মী আহত হয়েছে। এর মধ্যে আবদুল বারী সজিব ও রেজাউল করিম তানভীর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। ছাত্রলীগ নেতা মুশফিকুর রহমান ভূইয়া জিয়া বলেন, সাখাওয়াতের অনুসারীরা আমার কর্মীদের আগে মারধর করে। পরে বিষয়টি হল পর্যন্ত গড়ালে আমি আমার কর্মীদের শান্ত করে বঙ্গবন্ধু হলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। এর মধ্যেই অনাকাক্সিক্ষত ঘটনা ঘটে যায়।

ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর জাহিদ হাসান বলেন, অনাকাক্সিক্ষত ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজকের এই সংঘর্ষ। এতে আমিসহ আরও দুজন শিক্ষকের গায়ে ইট-পাটকেলের আঘাত লেগেছে। ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে বিচারের প্রক্রিয়া চলছে।

শেয়ার ফেসবুক